দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 8 JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ...

প্রাথমিক শিক্ষায় অবকাঠামো সংকট

দীর্ঘদিন সংস্কার না হইবার কারণে মাগুরায় পাঁচ শত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭২টির অবস্থাই ঝুঁকিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এইসব বিদ্যালয়ের কোনো কোনোটিতে পাঠদান চলিতেছে খোলা আকাশের নিচে। কোথাও-বা জীবনের ঝুঁকি লইয়াই ক্লাস চলিতেছে পরিত্যক্ত ঘোষিত ভবনে। তাহা ছাড়া পরিত্যক্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের কারণে সংশ্লিষ্ট স্কুলসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিও হ্রাস পাইতেছে। ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠাইয়া দুর্ঘটনার ভয়ে সব সময় ত্রস্ত থাকেন অভিভাবকেরা। অত্রাঞ্চলের ২০ হাজারের বেশি ছাত্র-ছাত্রী ঝুঁকি লইয়া পড়াশোনা করিতে বাধ্য হইতেছে। স্বাভাবিকভাবেই বাধাগ্রস্ত হইতেছে উক্ত জেলার প্রাথমিক পাঠদান কার্যক্রম।

মাগুরা একটি উদাহরণ মাত্র। এই চিত্র সারাদেশের বিভিন্ন জেলায় কমবেশি রহিয়াছে। অথচ বাংলাদেশে প্রাথমিকে শিক্ষার্থী ভর্তির সাফল্য ঈর্ষণীয়। প্রায় ৯৮ শতাংশে পৌঁছাইয়াছে শিক্ষার্থী ভর্তির হার। কিন্তু সেই তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়নের ঘাটতি রহিয়াছে প্রবল। জানা গিয়াছে নানা ধরনের অবকাঠামো সংকটে থাকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৬ হাজার ৭০০টি। এই তথ্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি মিলাইয়া দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে প্রায় ৮১ হাজার। এইসব বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করিতেছে এক কোটি ৯৫ লক্ষ শিক্ষার্থী। সরকার সম্প্রতি ২৬ হাজার ২০০টি রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করিয়াছে। ইহার মাধ্যমে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ৬৩ হাজার ৮৭২টিতে। নিয়ম অনুযায়ী ৪০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একটি শ্রেণিকক্ষ রাখিবার কথা থাকিলেও সেই অনুপাত অধিকাংশ বিদ্যালয়েই দেখা যায় না। প্রাথমিকে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষাসহায়ক অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হইয়াছে। এইসব প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা অবকাঠামো যুগোপযোগী করা সম্ভবপর হইয়াছে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাত্র ৩০ শতাংশের।

বর্তমান সরকার বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া সফলভাবে কোটি কোটি শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যবই তুলিয়া দিতেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক ভূমিকা আন্তর্জাতিক পরিসরেও স্বীকৃত ও প্রশংসিত হইয়া আসিতেছে। তাহার পরও কেন আমাদের প্রায়শ শুনিতে হয় তৃণমূল পর্যায়ে অসংখ্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ দশার কথা? প্রতিটি উপজেলায় বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিরা আছেন, আছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাও। সহজেই বোধগম্য যে তাহারা তাহাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিলে বিদ্যালয়সমূহের এই দীনদশা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত না। মনে রাখিতে হইবে, শ্রেণিকক্ষসহ পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা মানসম্মত পাঠদানের পূর্বশর্ত। সবার জন্য শিক্ষাসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জন, শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ, ঝরিয়া পড়িবার হার হ্রাস, উপস্থিতির হার বৃদ্ধিসহ গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করিতে অবকাঠামো উন্নয়ন বা সংস্কারের বিকল্প নাই। ইহার আশু সমাধানে স্থানীয় পর্যায়ে যেসব জনপ্রতিনিধি ও শিক্ষা কর্মকর্তা রহিয়াছেন তাহাদের স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করিতে হইবে যথাযথভাবে।